

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজ থেকে ১৯৮৪ ইং সনের বসন্ত সপ্তাহ পরীক্ষার (১৯৮৬ সনে অনুষ্ঠিত) দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী। ১৯৮৫ সনে এমএসসি শেষ পর্ব শেষ করার কথা থাকিলেও অদ্যাবধি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারিনি। ১৯৮৭ সনের ফেব্রুয়ারিতে একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ফেসব কলেজে এমএসসি শেষ পর্ব নেই। সুতরাং সেই সব কলেজ থেকে সপ্তাহ পরীক্ষার দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মেধা ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বসন্ত বিভাগ ২৫-১১-৮৭ ইং তারিখে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। সে অনুসারে আমরা দরখাস্ত করি এবং ৪৫টি আসনের জন্য মোট ৪২টি দরখাস্ত জমা হয়। ১৮-১-৮৮ ইং তারিখে আমাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিভ্রাণের বিষয় এই যে অদ্যাবধি আমাদের ভর্তির কোন ব্যক্তি করা হচ্ছে না এবং এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তাও পাওয়া যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যতে নিম্নে আমরা দারুণ দৃষ্টিভঙ্গি ও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছি। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিগীত

জনমত

আবেদন আবলম্বে আমাদের ভর্তির ব্যবস্থা করে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অনিশ্চয়তা থেকে আমাদের মুক্ত করা হোক।

—ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী বিন্দু।

নির্বাচন ও এমএসসি পরীক্ষা

আমছে ১৬/৩/৮৮ ইং তারিখে দেশব্যাপী স্থগিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং ১৭/৩/৮৮ ইং তারিখে দেশব্যাপী এমএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত ছুটির তালিকা অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকবে। নিম্নবর্ণিত কারণে এই পদক্ষেপগুলি একটি সমস্যা সৃষ্টি করবে:

(১) প্রায় ক্ষেত্রে জেট ও পরীক্ষা গৃহণের জন্য কেন্দ্র হবে একই প্রতিষ্ঠান। কর্তব্যরত কর্মচারীগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক শিক্ষক। ১৬ই মার্চ যেসব কেন্দ্র সারাদিন জেটগৃহণ অনুষ্ঠিত হবে সেসব কারণেই সেসব কেন্দ্র পরদিন অর্থাৎ ১৭ই মার্চ এমএসসি পরীক্ষা গৃহণ দের হইবে।

তারিখ 2.4.FEB 1988

পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম... ৭ ...

(২) অনেক পরীক্ষা কেন্দ্র (বিশেষত গ্রামাঞ্চলে) পানিবাহী বিদ্যালয় থেকে বেগু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এসব পরীক্ষা কেন্দ্র পূর্বদিন জেটগৃহণ অনুষ্ঠিত হলে বেগু সরবরাহযোগ্য পানিবাহী বিদ্যালয়গুলোতেও জেটগৃহণ অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সংকলন সম্ভব হবে না।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, এমএসসি পরীক্ষার সময়সূচী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের শ্রমশক্তি কামনা করা হচ্ছে।

এ কে এম শাহাবউদ্দীন
সহকারী প্রধান শিক্ষক,
মঠখোলা উচ্চ বিদ্যালয়,
মঠখোলা, কিশোরগঞ্জ।